BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ৪

Lecture Content

মধ্যযুগের সাহিত্য-৩

- ☑ অনুবাদ সাহিত্য
- ☑ রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান
- ☑ রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য
- ☑ জীবনী সাহিত্য

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

অনুবাদ সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অনুবাদ সাহিত্য। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে একটি ধারা গড়ে ওঠে যা 'অনুবাদ সাহিত্য' নামে পরিচিত।

মধ্যযুগের কোন অনুবাদই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। কবিরা মূল কাহিনি ঠিক রেখে মাঝে মাঝে নিজের মনের কথা বসিয়ে দিয়েছেন। এ অনুবাদ সাহিত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল– একই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন অনেক কবি। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ হয়েছে মুলত–

অনুবাদ হয়েছে মূলত–

- সংস্কৃত থেকে
- হিন্দি থেকে
- আরবি থেকে
- ফারসি থেকে

[অনুবাদ সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'সাহিত্যের কথা'। আর মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান']

❑ সংস্কৃত থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
রামায়ণ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ (বাল্মীকি)	পঞ্চদশ শতক
মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত (বেদব্যাস)	ষোল শতক
ভাগবত	মালাধর বসু	ভাগবত পুরাণ	
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	বিদ্যাসুন্দরম (বররুচি)	
গোবিন্দবিলাস	যদুনন্দন দাস	গোবিন্দলীলামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)	
হংসদূত	নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস	হংসদূত (রূপগোস্বামী)	
রসকদম্ব	যদুনন্দন দাস	বিদগ্ধমাধব (রূপগোস্বামী)	

রামায়ণ

রামচরিত-অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ লিখেছেন বাল্মীকি। বাল্মীকির মূল নাম দস্যু রত্নাকর। সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত এবং চব্বিশ হাজার অনুষ্টুপ (সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ) শ্লোকে রচিত হয়েছে সুবৃহৎ বাল্মীকি-রামায়ণ। অনেকের অনুমান, সপ্তকাণ্ডের প্রথম কাণ্ড (বালকাণ্ড) এবং শেষকাণ্ড (উত্তরকাণ্ড) বাল্মীকির রচনা নয়। কারণ, বাকী পাঁচটি কাণ্ডে কাহিনী সুসংহত ও মহাকাব্যে রচিত।

- রামায়ণের প্রথম অনুবাদক পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি হলেন প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুলপঠিত কাব্য। তিনি রামায়ণের মূল কাহিনীতে সামান্য পরিবর্তন এনেছিলেন এবং চরিত্রগুলোতে বাঙালি বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করেছিলেন। এ কারণে বাংলায় তার কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০২-১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারি ছাপাখানায় উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে।
- সতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুবাদ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। চন্দ্রাবতী হলেন মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বিদুষী কন্যা।

মহাভারত

- খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ২০০ সালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচিত হয়। মহাভারতের মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।
- মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার কাব্য 'পরাগলী মহাভারত' নামে সমধিক পরিচিত। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের অমাত্য পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মহাভারত অনুবাদ করেন। পরাগলী মহাভারত ১৮টি পর্বে বিভক্ত মহাভারতে শ্লোক সংখ্যা ৮৫,০০০টি।

  এরপর মহাভারতের আংশিক (অশ্বমেধ পর্ব) বাংলা অনুবাদ করেন। শ্রীকর নন্দী। তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান। তার মহাভারত ছুটিখানি মহাভারত নামে পরিচিত। তিনি বেদব্যাস রচিত মহাভারতের অনুবাদ করেননি। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি রচিত, জৈমিনি ভারত কাব্যের অনুবাদ করেন। জৈমিনি-ভারত মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব অনুসরণে রচিত।
- সতের শতকের কবি কাশীরাম দাস হলেন মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এর দুটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-

  "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
  কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান॥"

ভাগবত

হিন্দুধর্মের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এজন্য তিনি গুণরাজ খান উপাধি লাভ করেন। তার ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

হিন্দি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর	মদুমালৎ (মনঝন)	১৬ শতক
সতীময়না লোরচন্দ্রাণী (১ম, ২য়)	দৌলত কাজী	মৈনাসত (সাধন)	সতের শতক
সতীময়না লোরচন্দ্রাণী (৩য় খণ্ড)	আলাওল	মৈনাসত (সাধন)	
পদ্মবতী	আলাওল	পদুমাবৎ (মালিক মুহাম্মদ জায়সী)	
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম	মৃগাবত (কুতবন)	অষ্টাদশ শতক
মধুমালতী	সৈয়দ হামজা	মধুমালৎ (মনঝন)	

আরবি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ইলমুস-সায়াৎ	পঞ্চদশ শতক
নবীবংশ	সৈয়দ সুলতানা	কাসাসুল আম্বিয়া	ষোড়শ শতক
আম্বিয়াবাণী	হেয়াত মামুদ	কাসাসুল আম্বিয়া	অষ্টাদশ শতক

ফারসি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ ওয়া জুলায়খা (কবি জামী)	১৫ শতক
রসুল বিজয়	জয়েন উদ্দিন	অজ্ঞাত	
লাইলী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লা ওয়া মজনুন (নিজামী)	ষোড়শ শতক
হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	(অজ্ঞাত)	
সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল	আলাওল, দোনা গাজী চৌধুরী	আলিফ লায়ল ওয়া লায়লা	সতের শতক
সপ্তপয়কর	আলাওল, ইব্রাহিম	হপ্তপয়কর (কবি নিজামী)	
সিকান্দারনামা	আলাওল	সিকান্দারনামা (কবি নিজামী)	
জেবলমুলুক শামারুখ	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	(অজ্ঞাত)	

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ	সময়
গুলে বকাওলী	নাওয়াজিশ খান	তাজুলমূলক গুল-ই বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহ)	
নসিহৎনামা	আবদুল হাকিম, শেখ পরান	(অজ্ঞাত)	
সিহাবুদ্দীন নামা	আব্দুল হাকিম	(অজ্ঞাত)	
নূরনামা	আব্দুল হাকিম	(অজ্ঞাত)	
তুতীনামা	মুহম্মদ নকী	(তুতীনামা (কাদির বখ্স)	
জঙ্গনামা	ফকীর গরীবুল্লাহ		অষ্টাদশ শতক
মকতুল হোসেন	মুহম্মদ খান, ফকির গরীবুল্লাহ	(অজ্ঞাত)	
গুলে বকাওলী	মুহম্মদ মুকীম	তাজুলমূলক গুল-ই বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহ)	
হাতে তাই	সৈয়দ হামজা সাদতুল্লাহ	হাতেম তাই	
গদা-মল্লিকা	শেখ সাদী (ত্রিপুরার অধিবাসী)	গদা মল্লিকা	

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. রামায়ণের অনুবাদক নয় কে?
ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ. কৃত্তিবাস ওঝা
গ. চন্দ্রাবতী ঘ. নিত্যানন্দ আচার্য **উ: ক**

২. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ. কাশীরাম দাস
গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. সঞ্জয় দত্ত **উ: খ**

৩. সতীময়না লোরচন্দ্রানী গ্রন্থের অনুবাদক কে?
ক. আলাওল খ. দৌলত কাজী
গ. সৈয়দ হামজা ঘ. লোচন দাস **উ: খ**

৪. হিন্দি 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের অনুবাদক কে?
ক. সৈয়দ হামজা খ. আলাওল
গ. মুহম্মদ মুকীম ঘ. আব্দুল হাকিম **উ: খ**

৫. 'ইউসুফ জুলেখা' গ্রন্থের অনুবাদক কে?
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. সৈয়দ হামজা
গ. আলাওল ঘ. শেখ সাদী **উ: ক**

রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান

মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের সবচেয়ে বড় অবদান কাহিনিকাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রবর্তন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু বৌদ্ধ রচিত বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীরাই প্রধান ছিল, মানুষ ছিল অপ্রধান। মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যেই প্রথম মানুষ প্রাধান্য পায়। মুসলিম কবিরা হিন্দি ও আরবি-ফারসি ভাষার সাহিত্য উৎস হতে উপকরণ নিয়ে যে প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেছিলেন তাই 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' নামে পরিচিত।

- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের শুরুর দিকে তিনি 'ইউসুফ জোলেখা' রচনার মধ্য দিয়ে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূচনা করেন।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোতে স্থান পেয়েছে মানবীয় প্রণয়কাহিনি। তবে এর বাহ্যিক ভাব মানবপ্রেম হলেও অন্তর্নিহিত ভাবে ফুটে উঠেছে সূফী প্রেমসাধনার পরিণতি।

❑ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্য

কাব্য	কবি	সময় কাল
ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহাম্মদ সগীর	পনের শতক
রসুল বিজয়	জয়েন উদ্দিন	

কাব্য	কবি	সময় কাল
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ষোড়শ শতক
লাইলি মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	
মধুমালতী	মুহাম্মদ কবির	
হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	
সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান	দোনা গাজী চৌধুরী	
সতীময়না-লোরচন্দ্রানী	দৌলত কাজী	সতের শতক
পদ্মবতী	আলাওল	
হপ্তপয়কর	আলাওল	
লালমতী সয়ফুলমুলুক	আবদুল হাকিম	
গুলে বকাওলী	নাওয়াজিশ খান	
শাহজালার-মধুমালা	মঙ্গল চাঁদ	
জেবলমুলুক শামারোখা	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম	অষ্টাদশ শতক
গদামল্লিকা	শেখ সাদী (ত্রিপুরার অধিবাসী)	

শাহ মুহম্মদ সগীর

পনের শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তিনি ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'ইউসুফ ওয়া জুলেখা' অবলম্বনে রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকের কবি ছিলেন।

দৌলত উজির বাহরাম খান

ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'লায়লা ওয়া মজনুন' অবলম্বনে রচনা করেন 'লায়লী মজনু' কাব্য। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবি লোকগাঁথা। বাহরাম খানের কাব্যে সুফীতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন অবদান রয়েছে।

মুহম্মদ কবীর

ষোল শতকের কবি মুহম্মদ কবীর হিন্দি কবি মনঝন রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'মধুমালত' অবলম্বনে রচনা করেন 'মধুমালতী' কাব্য।

সাবিরিদ খান

সাবিরিদ খান চট্টগ্রামের একজন কবি। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'হানিফ ও কয়রাপরী' নামক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন। হযরত আলীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হনুফার গর্ভজাত সন্তান বীর হানিফা হলো এ কাব্যের নায়ক। হানিফা ও জয়গুণের দাম্পত্য প্রেম এবং হানিফা ও কয়রাপরীর রোমান্টিক প্রেম- এ দু'ধারার কাহিনী নিয়ে 'হানিফা ও কয়রাপরী' রচিত হয়েছে। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন।

সৈয়দ সুলতান

সৈয়দ সুলতানের খ্যাতি নবীবংশের মতো একটি মহাকাব্যিক রচনা প্রণয়নের জন্য। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'শবে মিরাজ', রসূল বিজয়', 'ওফাতে রসূল', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইবলিশ নামা' 'জ্ঞান চৌতিশা', 'জ্ঞান প্রদীপ'। সৈয়দ সুলতান তার সমসাময়িক চট্টগ্রামবাসী কবিদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। অনেক কবি তাদের রচনায় ভক্তি সহকারে তার নাম দিয়েছেন। তার জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়ার চক্রশালা গ্রামে। তিনি দীর্ঘজীবী, প্রায় জীবনকাল আনুমানিক ১৫৫০-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে।

সৈয়দ সুলতানের প্রথম ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'নবীবংশ'। এর উৎস আরবি-ফারসি সাহিত্য। 'শবে মিরাজ' পৃথক কোন কাব্য নয়, 'নবীবংশ'র একটি পর্বমাত্র। আবার, 'ইবলিশনামা' স্বতন্ত্র কোন কাব্য বা কাব্যের পর্ব নয়, 'শবে মিরাজ' কাহিনির অন্তর্গত একটি উপকাহিনী। 'নবীবংশ' কাব্যে রাসূলের অপূর্ব মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আমীর হামজা, হযরত আলী প্রমূখের বীরত্ব ও বিক্রমের ছবি এঁকেছেন। তারা যুদ্ধে অজেয়, কেননা তারা আল্লাহর অনুগৃহীত।

আবদুল হাকিম

কবি আবদুল হাকিমের প্রণয়োপাখ্যানগুলো হলো- **'ইউসুফ জোলেখা'** এবং **'লালমতি' সয়ফুলমুলুক'**। কবি আব্দুল হাকিম নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। তিনি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত পঙক্তি-

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি"

রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকানকে বাংলা সাহিত্য রোসাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। আরাকান রাজসভায় কবিগণের মধ্যে দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, আবদুল করিম খন্দকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের কবিগণের পুরোধা দৌলত কাজী বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারায় পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দৌলত কাজী

কবি দৌলত কাজী হিন্দু কবি সাধন রচিত প্রেমাখ্যান মৈনাসত' অবলম্বনে রচনা করেন সতীময়না-লোরচন্দ্রানী কাব্য। তিনি কাব্য রচনা করেন রোসাঙ্গের আশরাফ খানের অনুরোধে ১৬৩৮ সালে। তার সতীময়না গল্পের মূলে ছিল পশ্চিমা ভোজপুরী ভাষায় প্রচলিত একটি কাহিনি। তার কাব্যের নায়ক গোহারি দেশের রাজা, লোর। এতে লোরের দুই বিবাহ এবং প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের শেষ অংশ রচনা করার পূর্বেই দৌলত কাজী মারা যান। তার অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন আলাওল, ১৬৫৯ সালে।

আলাওল

সতের শতকের কবি আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' কাব্য। 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হলেন চিতোরের রাজা রত্নসেন ও অন্যতম রানী পদ্মাবতী। এ কাব্যে শুক পাখি নামক একটি পাখির অনেক ভূমিকা আছে। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান', 'তোহফা', 'হপ্তপয়কর', 'সেকেন্দারনামা'। এগুলো ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ। 'তোহফা' রোমান্টিকধর্মী নয়, নীতিধর্মী ধর্মীয় গ্রন্থ।

আলাওল রোসাঙ্গ রাজসভার কবি। তার জীবনে মাগন ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি পদ্মাবতী রচনা করেন।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
আলাওল	'পদ্মাবতী'	পদ্মাবতী

❑ **কোরেশী মাগন ঠাকুর**

সতের শতকের কবি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধান উজির। তার রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। এ কাব্যের নায়ক ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান এবং নায়িকা সিংহলের রাজকুমারী চন্দ্রাবতী। এতে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত নায়ক নায়িকার মিলন হয়েছিল।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙ্গালি কবি-

ক. কোরেশী মাগন ঠাকুর
খ. দৌলত কাজী
গ. আলাওল
ঘ. মরদন

উ: খ

২. আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন-

ক. কোরেশী মাগন ঠাকুর
খ. শেখ মর্দন
গ. দৌলত কাজী
ঘ. আলাওল

উ: ঘ

৩. 'মৈনামত' অবলম্বনে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. দৌলত কাজী
খ. আলাওল
গ. মাগন ঠাকুর
ঘ. সাবিরিদ খান

উ: ক

জীবনী সাহিত্য

মধ্যযুগ চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলো বাংলাভাষায় জীবনী সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্ম হল মানবপ্রেম ধর্ম। তার একটি বিখ্যাত উক্তি হলো :

'জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'

চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে 'কড়চা' বলে। চৈতন্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'। এ কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত'। এটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠজনদের একজন। এটি মহাকাব্যিক রচনা। আটাত্তর সর্গে রচিত এ বিশাল গ্রন্থে চৈতন্যজীবনলীলার বয়ান রয়েছে।

বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মধ্যে এর বিশুদ্ধতা সর্বাংশে রক্ষিত। ভাগবতের মর্যাদা পাওয়াতে এ গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে 'চৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' সর্বাধিক পরিচিত ও পঠিত গ্রন্থ। এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এ বাংলা গ্রন্থটিই তাকে সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। গ্রন্থটি বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাগবত ও গীতার পরে গ্রহণযোগ্য হিসেবে অনুমিত। কৃষ্ণদাসের জন্ম প্রাচীন নৈহাটির ঝামটপুর গ্রামে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তিন খণ্ডে বিভক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বেদ-সমতুল্য গ্রন্থ। এছাড়া লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়নন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দ দাসের 'কড়চা', চূড়ামনি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' উল্লেখযোগ্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষায় শ্রী চৈতন্যের প্রথম জীবনী কাব্য কার লেখা?

ক. বৃন্দাবন দাস খ. ভবানী দাস
গ. কৃষ্ণদাস ঘ. আলাওল

উ: ক

২. চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে কী বলা হয়?

ক. খরচা খ. কড়চা
গ. কচড়া ঘ. দিনলিপি

উ: খ

৩. 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. কৃষ্ণদাস কবিরাজ খ. বৃন্দাবন দাস
গ. মাগন ঠাকুর ঘ. চন্ডীদাস

উ: ক

এক কথায় উত্তর

০১. রামায়ণের মূল রচয়িতা কে? এটি কোন ভাষায় রচিত?

উত্তর: বাল্মীকি। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

০২. রামায়ণ কত খণ্ডে বিভক্ত ও শ্লোক সংখ্যা কত?

উত্তর: ৭ খণ্ডে রচিত। এর শ্লোক সংখ্যা ২৪০০০।

০৩. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক কবি কে? তার পরিচয় কী?

উত্তর: চন্দ্রাবতী। তিনি মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজবংশীদাসের কন্যা।

০৪. মহাভারতের মূল রচয়িতা কে? এটি কোন ভাষায় রচিত?

উত্তর: কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি বেদব্যাস। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

০৫. মহাভারতে কতটি খণ্ড ও শ্লোক সংখ্যা কত?

উত্তর: ১৮ খণ্ড রয়েছে। এতে ৮৫০০০ শ্লোক রয়েছে।

০৬. চৈতন্যদেব ছিলেন–

উত্তর: বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক।

০৭. মহাভারতের আদি অনুবাদক কে?

উত্তর: কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার কাব্যের নাম পরাগলী মহাভারত।

০৮. বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফ-এর অনুবাদক 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?

উত্তর: ব্রাহ্ম ধর্ম।

০৯. ভাগবতের মূল রচয়িতা কে? কোন ভাষায় রচিত?

উত্তর: বেদব্যাস। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

১০. ভাগবতের খণ্ড কয়টি ও শ্লোক সংখ্যা কত?

উত্তর: ১২টি খণ্ডে রচিত। এতে ৬২,০০০ শ্লোক রয়েছে।

১১. মালাধর বসুর উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?

উত্তর: গুণরাজ খান। সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ বারবক শাহ তাকে এ উপাধি দেন।

১২. রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত কোন ছন্দে রচিত?

উত্তর: পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

১৩. "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"-চরণ দুটির রচয়িতা কে?

উত্তর: কাশীরাম দাস।

১৪. কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম বেদব্যাস হয়েছিল কেন?

উত্তর: বেদ এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন বলে।

১৫. কোরআন শরীফের অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ি কোন জেলায়?

উত্তর: নরসিংদী জেলায়।

১৬. 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এর রচয়িতা কে?

উত্তর: মালাধর বসু।

১৭. মহাভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক কে? তিনি কোন শতকের কবি?

উত্তর: কাশীরাম দাস। তিনি সপ্তদশ শতকের কবি।

১৮. হিন্দুধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'ভগবত' বাংলায় অনুবাদ করেন কে? তাঁর গ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: মালাধর বসু। তার অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

১৯. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?

উত্তর: মধ্যযুগ।

২০. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কী?

উত্তর: দ্বিজ বংশীদাস।

২১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে?

উত্তর: চন্দ্রাবতী।

২২. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?

উত্তর: কাশীরাম দাস।

২৩. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?

উত্তর: মহাভারত।

২১. বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মুসলমান কবি রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: ইউসুফ-জোলেখা।

২৫. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কার রচনা? এটি কোন ধারার অনুবাদ?

উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর। এটি আরবি ফারসি ধারার অনুবাদ।

২৬. 'ইউসুফ- জোলেখা' কাব্যের কাহিনী কোন দেশের? চরিত্রের নাম লিখুন।

উত্তর: মিশর দেশের কাহিনী। এর তিনটি চরিত্র হলো-তৈমুর বাদশাহ- আজিজ, ইউসুফ, জোলেখা।

২৭. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কোন সময়ের রচনা? কোন শাসকের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়?

উত্তর: পঞ্চদশ শতকের রচনা। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্যটি রচিত হয়।

২৮. শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যটি কোন কবির মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত?

উত্তর: ইরানের কবি ফেরদৌসী ও জামির কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত।

২৯. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার দ্বিতীয় গ্রন্থ কোনটি?

উত্তর: লাইলী-মজনু।

৩০. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা কে?

উত্তর: দৌলত উজির বাহরাম খান।

৩১. বাহরাম খানকে দৌলত উজির উপাধিতে ভূষিত করেন কে? তিনি কোন জায়গার অধিবাসী ছিলেন?

উত্তর: চট্টগ্রামের বাদশাহ নেজাম শাহ। বাহরাম খান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

৩২. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের কাহিনী কোন দেশের?

উত্তর: ইরানের।

৩৩. 'লাইলী-মজনু' কাব্যে মজনুর প্রকৃত নাম কী ছিল?

উত্তর: কায়েস।

৩৪. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সার্থক ট্রাজেডি কোন কাব্যটি?

উত্তর: লাইলী-মজনু কাব্য।

৩৫. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের চারটি চরিত্রের নাম লিখুন?

উত্তর: লাইলী-মজনু, ইবনে সালাম, হেতুবতী, নয়ফলরাজ।

৩৬. 'হানিফা-কয়রাপরী' কাব্যের রচয়িতা কে?

উত্তর: সাবিরিদ (শাহ বারিদ) খান।

৩৭. 'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'- এ পঙক্তি দুটি কার রচনা?

উত্তর: আব্দুল হাকিম।

৩৮. 'দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুড়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।'-কবিতাংশটি কার?

উত্তর: কবি আব্দুল হাকিম।

৩৯. মধুমালতী কাব্য কে রচনা করেছেন? এটি কোন ধারার অনুবাদমূলক কাব্য?

উত্তর: মুহম্মদ কবীর। হিন্দী কাব্যধারার অনুবাদমূলক কাব্য।

৪০. মধুমালতী কাব্যের মূল রচয়িতা কে ও মূল গ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: মূল রচয়িতা মনঝন। মূল গ্রন্থের নাম মধুমালৎ।

৪১. 'গুলে বকাওলী' কাব্যের রচয়িতা কে?

উত্তর: নওয়াজিস খান ও মুহম্মদ মুকীম।

৪২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?

উত্তর: রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

৪৩. 'নবীবংশ' কোন কবির রচনা?

উত্তর: সৈয়দ সুলতান।

৪৪. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি কে?

উত্তর: দৌলত কাজী।

৪৫. আরাকান রাজসভার দুজন বিখ্যাত কবি

উত্তর: মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী।

৪৬. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?

উত্তর: আলাওল।

৪৭. আরাকান রাজসভার কবিদের শ্রেষ্ঠ হলেন–

উত্তর: আলাওল।

৪৮. 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা কে? কাব্যটি কত খণ্ডে বিভক্ত?

উত্তর: আলাওল। কাব্যটি ৩ খণ্ডে রচিত।

৪৯. 'পদ্মাবতী' কাব্যটি কোন ধারার অনুবাদমূলক কাব্য? এই কাব্যটির মূল রচয়িতা কে ও কাব্যের নাম কী?

উত্তর: হিন্দী ধারার। এর মূল রচয়িতা মালিক মুহম্মদ জায়সী। তার কাব্যের নাম 'পদুমাবৎ'।

৫০. আলাওলের জন্মস্থান কোথায়? তিনি কোন রাজসভায় কবি ছিলেন?

উত্তর: ফতেহাবাদ বা ফরিদপুর। তিনি আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন।

৫১. আলাওল কার পৃষ্ঠপোষকতায় পদ্মাবতী কাব্যটি রচনা করেন?

উত্তর: কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকাতায় কাব্য রচনা করেন।

৫২. আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? তার রচিত একটি কাব্যের নাম লিখুন?

উত্তর: কোরেশী মাগন ঠাকুর। তার রচিত কাব্যের নাম চন্দ্রাবতী।

৫৩. আরাকান রাজসভা কী নামে পরিচিত ছিল? এই রাজসভার কয়েকটি কাব্যের নাম লিখুন?

উত্তর: রোসাঙ্গ রাজসভা নামে। এই রাজসভার কয়েকটি কাব্যের নাম পদ্মাবতী, চন্দ্রাবতী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান, তোহফা প্রভৃতি।

৫৪. পদ্মাবতী কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?

উত্তর: রত্নসেন, পদ্মাবতী, হীরামন, নাগমতি।

৫৫. পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী শুক পাখিটির নাম কী?

উত্তর: হীরামন।

৫৬. পশু-পক্ষীর কাহিনী ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত সাহিত্যেকে কী বলে?

উত্তর: উপকথা।

৫৭. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান, হপ্তপয়কর, তোহফা, সেকান্দার নামা কাব্যগুলির রচয়িতা কে?

উত্তর: আলাওল।

৫৮. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোন রচনা?

উত্তর: পদ্মাবতী।

৫৯. মধ্যযুগের কোন কোন কাব্য প্রথমে একজন কবি শুরু করেন ও পরে অন্য কবি তা শেষ করেন?

উত্তর: সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী কাব্য। শুরু করেন কাজী দৌলত আর শেষ করেন আলাওল।

৬০. সতীয়ময়না-লোর-চন্দ্রানী কাব্যটি মূল কোন কবির রচনা ও কোন ভাষায় ও কাব্যের নাম কী ছিল?

উত্তর: কবি সাধন রচিত হিন্দী মৈনাসৎ কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত হয়।

৬১. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান কাব্যটি আলাওল ছাড়া আর কোন কবি রচনা করেছেন?

উত্তর: দোনাগাজী চৌধুরী।

৬২. 'কাশিমের লড়াই' গ্রন্থটির রচয়িতা–

উত্তর: শেরবাজ।

৬৩. কবি আলাওলের প্রথম রচনা–

উত্তর: পদ্মাবতী।

৬৪. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?

উত্তর: মধ্যযুগের (সপ্তদশ শতকের) কবি।

৬৫. বাংলা সাহিত্যে প্রথম কোন ব্যক্তির জীবনী লেখা হয়?

উত্তর: শ্রী চৈতন্যদেব।

৬৬. 'রসূল বিজয়'-এর রচয়িতা কে?

উত্তর: জয়েন উদ্দীন/জৈনুদ্দিন।

৬৭. কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা গ্রন্থের নাম কি?

উত্তর: শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত।

৬৮. কাকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছিল?

উত্তর: শ্রীচৈতন্য দেবকে অবলম্বন করে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছিল।

৬৯. জীবনী সাহিত্য ধারার তিনজন কবির নাম লিখুন?

উত্তর: মুরারীগুপ্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস।

৭০. মধ্যযুগে কাকে অবলম্বন করে একটি যুগের অবতারণা করা হয়েছে?

উত্তর: শ্রীচৈতন্য দেবকে অবলম্বন করে **একটি** যুগের অবতারণা হয়েছিল।

৭১. শ্রীচৈতন্য দেবের প্রদত্ত নাম কী?

উত্তর: বিশ্বম্বর মিশ্র।

৭২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম?

উত্তর: চৈতন্যদেব।

৭৩. চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

উত্তর: কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৭৪. শ্রীচৈতন্যদেব কোন ধর্মের প্রবর্তক?

উত্তর: বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক।

৭৫. 'অহিংসা পরম ধর্ম' কোন ধর্মের মূলমন্ত্র?

উত্তর: বৌদ্ধ।

Teacher's Work

০১. দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন? *[৪৩তম বিসিএস]*

ক. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ. সুলতান বরবক শাহ
ঘ. জমিদার নিজাম শাহ

০২. দৌলত উজির বাহরাম খান কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন? *[৪০তম বিসিএস]*

ক. ফরিদপুর খ. সিলেট
গ. কৃষ্ণনগর ঘ. চট্টগ্রাম

০৩. 'চন্দ্রাবতী' কী? *[৩৮তম বিসিএস]*

ক. নাটক খ. কাব্য
গ. পদাবলী ঘ. পালাগান

০৪. দ্রোপদী কে? *[৩৫তম বিসিএস]*

ক. রামায়ণে সীতার সহচারী
খ. মহাভারতের দুর্যোধনের স্ত্রী
গ. রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রণয় প্রার্থী নারী
ঘ. মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী

০৫. "হপ্ত পয়কর" কার রচনা? *[৩৫তম বিসিএস]*

ক. সৈয়দ আলাওল খ. দীনবন্ধু মিত্র
গ. জৈনুদ্দীন ঘ. অমিয় দেব

নোট: পারসিক কবি নিজামী গঞ্জভির 'হপ্তপয়কর' অবলম্বনে আলাওল 'হপ্তপয়কর' রচনা করেন।

০৬. 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' কে রচনা করেন? *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. মুন্সী আব্দুল লতিফ খ. কাজী আকরাম হোসেন
গ. গিরিশচন্দ্র সেন ঘ. শেখ আব্দুল জব্বার

০৭. লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে? *[২৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. আলাওল খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ. দৌলত কাজী ঘ. সৈয়দ সুলতান

০৮. 'শাহনামা' মৌলিক গ্রন্থটি কার? *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. মালিক জায়সী
খ. ফেরদৌসী
গ. সৈয়দ হামজা
ঘ. দৌলত উজির বাহরাম খান

০৯. 'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন- *[২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. বাহরাম খাঁ
গ. আলাওল ঘ. দেনা গাজী

১০. 'আমীর হামযা' কাব্য রচনা করেন কে? *[১৪তম বিসিএস]*

ক. আলাওল খ. ফকীর গরীবুল্লাহ
গ. সৈয়দ হামজা ঘ. রেজাবুদ্দৌলা

১১. কে প্রথম সমগ্র কোরআন শরীফ বাংলা অনুবাদ করেন? *[১০ম, ১৪তম ও ১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. কাজী নজরুল ইসলাম
খ. মাওলানা আকরাম খাঁ
গ. গিরিশচন্দ্র সেন
ঘ. রামমোহন রায়

১২. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য কোনটি? *[১২তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. লাইলী মজনু খ. ইউসুফ জোলেখা
গ. শিরী ফরহাদ ঘ. বিষাদ সিন্ধু

১৩. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?

ক. প্রাচীন বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. অবহট্‌ঠ

১৪. সর্বপ্রথম রামায়ণ অনুবাদকারী কবি হলেন-

ক. কামিনী রায় খ. চন্দ্রাবতী
গ. স্বর্ণকুমারী দেবী ঘ. মনমোহিনী দাসী

১৫. মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি?

ক. শূন্যপুরাণ খ. ডাকার্ণব
গ. গীত গোবিন্দ ঘ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১৬. নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?

ক. মঙ্গলকাব্য খ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান
গ. অনুবাদ সাহিত্য ঘ. বৈষ্ণব পদাবলী

১৭. আলাওল কোন শতকের কবি?

ক. পঞ্চদশ খ. ষোড়শ
গ. সপ্তদশ ঘ. অষ্টাদশ

১৮. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?

ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. অন্তমধ্য যুগ ঘ. আধুনিক যুগ

১৯. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদকের নাম কি?

ক. চন্দ্রকলাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. পদ্মাবতী ঘ. কামিনী রায়

২০. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি-
ক. দৌলত কাজী খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. মুহম্মদ কবীর ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

২১. 'ইউসুফ জুলেখা' কি জাতীয় রচনা?
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ. রম্যরচনা

২২. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের অনুবাদক হলেন-
ক. সাবিরিদ খান
খ. সৈয়দ সুলতান
গ. দৌলত উজির বাহরাম খান
ঘ. আলাওল

২৩. 'লাইলী মজনু' কাব্যের উপাখ্যান কোন দেশের?
ক. সৌদি আরব খ. ইরাক
গ. ইরান ঘ. মিশর

২৪. 'গুল-ই বাকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. মুহাম্মদ মুকিম খ. শা'বারিদ খান
গ. ফকীর গরীবুল্লাহ ঘ. দৌলত উজির বাহরাম খান

২৫. 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রনী' কাব্যটির রচয়িতা-
ক. আলাওল খ. দৌলত কাজী
গ. মাগন ঠাকুর ঘ. মরদন

২৬. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?
ক. সর্বাধুনিক যুগের খ. আধুনিক যুগের
গ. প্রাচীন যুগের ঘ. মধ্যযুগের

২৭. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?
ক. নাসির মাহমুদ খ. আলাওল
গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. শাহ গরীবউল্লাহ

২৮. হিন্দি 'পদুমাবৎ' এর অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা-
ক. দৌলত উজির বাহরাম খান
খ. সৈয়দ সুলতান
গ. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ
ঘ. আলাওল

২৯. আলাওল রচিত গ্রন্থ-
ক. পদ্মাবতী খ. লাইলী মজনু
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. গোরক্ষ বিজয়

৩০. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ. কাশীরাম দাস
গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. সঞ্জয়

৩১. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?
ক. মহাভারত খ. বেদ
গ. রামায়ণ ঘ. গীতা

৩২. 'বিদ্যাপতি' কোথাকার কবি?
ক. পাটনা খ. আসাম
গ. মিথিলা ঘ. কলকাতা

৩৩. 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর
গ. সৈয়দ আলাওল ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

৩৪. মহাকবি আলাওল রচিত কাব্য কোনটি?
ক. এজিদ বধ খ. মরুভাস্কর
গ. পদ্মাবতী ঘ. অশ্রুমালা

৩৫. মধ্যযুগের কোন সাহিত্য কৃষিকাজের জন্য উপযোগী?
ক. লোক সাহিত্য খ. ডাক ও খনার বচন
গ. পুঁথি সাহিত্য ঘ. ব্রত কথা

৩৬. বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণয়োপাখ্যান কোনটি?
ক. পদ্মাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. লাইলী মজনু

৩৭. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয় গুপ্ত
গ. মুকুন্দ রাম ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

৩৮. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম?
ক. শ্রী চৈতন্যদেব খ. শ্রীকৃষ্ণ
গ. আদিনাথ ঘ. আউল মনোহর দাশ

৩৯. আলাওলের কাব্যের নাম-
ক. ইউসুফ-জোলেখা খ. লায়লী-মজনু
গ. মধুমালতী ঘ. পদ্মাবতী

৪০. কোনটি শোক গীতি বা বিলাপ সঙ্গীত?
ক. সারিগান খ. মর্সিয়া
গ. ভাটিয়ালী ঘ. হাম্‌দ

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ক	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	গ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	খ
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	খ	৩৬	গ	৩৭	ঘ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	খ

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

০১. 'মহাভারত' এর রচয়িতা কে?

ক. বাল্মীকি খ. শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস
গ. ভদ্রবাহু ঘ. মনু

০২. 'মহাভারত' এর শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?

ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ. কাশীরাম দাস
গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. সঞ্জয়

০৩. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?

ক. মহাভারত খ. বেদ
গ. রামায়ণ ঘ. গীতা

০৪. 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?

ক. সঞ্জয় খ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর
গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. কাশীরাম দাস

০৫. কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম কী?

ক. আদি মহাভারত খ. পরাগলী মহাভারত
গ. মহাভারত ঘ. মহান মহাভারত

০৬. 'রামায়ণ' রচয়িতার নাম কী?

ক. বাল্মীকি খ. ভিয়াস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. এদের কেউ নন

০৭. 'রামায়ণ' রচিত হয়–

ক. হিন্দি ভাষায় খ. সংস্কৃত ভাষায়
গ. উর্দু ভাষায় ঘ. বাংলা ভাষায়

০৮. বাংলা ভাষায় প্রথম কে রামায়ণ রচনা করেন?

ক. জয়দেব খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. ভুসুকুপা ঘ. কৃত্তিবাস ওঝা

০৯. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদকের নাম কী?

ক. চন্দ্রকলাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. পদ্মাবতী ঘ. কামিনী রায়

১০. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী নিচের কোনটি রচনা করেন?

ক. মহাভারত খ. ভাগবত
গ. গীতা ঘ. রামায়ণ

১১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ তা নির্দেশ করুন?

ক. কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখিয়াছেন
খ. কীর্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখিয়াছেন
গ. কীর্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন
ঘ. কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন

১২. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?

ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. অন্তমধ্য যুগ ঘ. আধুনিক যুগ

১৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?

ক. নাথ সাহিত্য
খ. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
গ. জীবনীকাব্য
ঘ. মঙ্গলকাব্য

১৪. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি–

ক. কোরেশী মাগন ঠাকুর খ. দৌলত কাজী
গ. আলাওল ঘ. মরদন

১৫. লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে?

ক. আলাওল খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ. দৌলত কাজী ঘ. সৈয়দ সুলতান

১৬. আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?

ক. ষোড়শ শতাব্দী খ. সপ্তদশ শতক
গ. পঞ্চদশ শতক ঘ. অষ্টাদশ শতক

১৭. 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির রচয়িতা–

ক. আলাওল খ. দৌলত কাজী
গ. মাগন ঠাকুর ঘ. মরদন

১৮. বারমাস্যা কাকে বলে?

ক. নায়িকার বারমাসের সুখ-দু:খের বর্ণনা

খ. দেবদেবীর পূঁজা প্রচারের কাহিনী

গ. নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস

ঘ. বারমাসের চাষাবাদের বিবরণ

১৯. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?

ক. সর্বাধুনিক যুগের খ. আধুনিক যুগের

গ. প্রাচীন যুগের ঘ. মধ্যযুগের

২০. কবি আলাওলের জন্মস্থান কোনটি?

ক. ফরিদপুরের সুরেশ্বর খ. চট্টগ্রামের জোবরা

গ. চট্টগ্রামের পটিয়া ঘ. বার্মার আরাকান

২১. 'আলাওল' কোন রাজসভার কবি ছিলেন?

ক. লক্ষণ সেনের রাজসভার

খ. আরাকান রাজসভার

গ. সম্রাট আকবরের রাজসভা

ঘ. সম্রাট শাহজাহানের রাজসভা

২২. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?

ক. নাসির মাহমুদ খ. আলাওল

গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. শাহ গরীবুল্লাহ

২৩. আলাওলের 'তোহ্ফা' কোন ধরনের কাব্য?

ক. আত্মজীবনী খ. প্রণয়কাব্য

গ. নীতিকাব্য ঘ. জঙ্গনামা

২৪. 'তোহ্ফা' কাব্যটি কে রচনা করেন?

ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর

গ. সাবিরিদ খান ঘ. আলাওল

২৫. কবি আলাওলের প্রথম রচনা–

ক. সপ্তপয়কর

খ. পদ্মাবতী

গ. সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামাল

ঘ. কোনটিই নয়

২৬. 'পদ্মাবতী' একটি–

ক. অনুবাদ গ্রন্থ খ. মৌলিক গ্রন্থ

গ. ভ্রমণকাহিনী ঘ. কোনোটিই নয়

২৭. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন–

ক. তুর্কি শাসকবর্গ খ. মুঘল সম্রাটগণ

গ. পাঠান সুলতানগণ ঘ. সংস্কৃত পণ্ডিতগণ

২৮. বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত শাসক?

ক. আলীবর্দী খাঁ খ. মুর্শিদ কুলি খাঁ

গ. ইসলাম খাঁ ঘ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

২৯. ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা ছিল–

ক. বাংলা খ. সংস্কৃত

গ. আরবি ঘ. ফারসি

৩০. কোন কবি গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন?

ক. ঈশ্বর গুপ্ত খ. শাহ মুহম্মদ সগীর

গ. সৈয়দ হামজা ঘ. জয়েনউদ্দিন

৩১. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছে বাংলার কোন সুলতানের?

ক. গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ

খ. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

গ. ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ

ঘ. ইলিয়াস শাহ

৩২. কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোন নৃপতি?

ক. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

খ. রুকনউদ্দীন বরবক শাহ

গ. ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ

ঘ. গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	খ	০৬	ক	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ঘ
১১	গ	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ
২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ঘ																

Self Study

১. হিন্দি ও ফারসি কাব্য থেকে কোন কাব্যধারার প্রচলন হয়েছে?

ক. নাথ সাহিত্য খ. প্রণয়োপাখ্যান
গ. পদাবলি ঘ. মঙ্গলকাব্য

২. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য–

ক. পদ্মাবতী খ. চন্দ্রবতী
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. লায়লী-মজনু

৩. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি/বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম বাঙালি কবি কে?

ক. মুহম্মদ কবির খ. সাবিরিদ খান
গ. শেখ ফয়জুল্লাহ ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

৪. 'ইউসুফ জোলেখা' কোন জাতীয় রচনা?

ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ. রম্য রচনা

৫. শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত গ্রন্থ কোনটি?

ক. ইউসুফ জোলেখা খ. লায়লী-মজনু
গ. শিরী ফরহাদ ঘ. পদ্মাবতী

৬. 'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন–

ক. দৌলত উজির বাহরাম খান খ. মাগন ঠাকুর
গ. আলাওল ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

৭. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের অনুবাদক হলেন–

ক. সাবিরিদ খান খ. সৈয়দ সুলতান
গ. দৌলত উজির বাহরাম খান ঘ. আলাওল

৮. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যান কোন দেশের?

ক. সৌদি আরব খ. ইরাক
গ. ইরান ঘ. মিশর

৯. 'গুলে বকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. মুহাম্মদ মুকীম খ. বাহারাম খান
গ. ফকির গরীবুল্লাহ ঘ. সাবিরিদ খান

১০. 'হপ্তপয়কর' কার রচনা?

ক. জৈনুদ্দিন খ. সৈয়দ আলাওল
গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. অমিয় দেব

১১. কোন রচনাটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের অন্তর্গত?

ক. রসুলনামা খ. মহাভারত
গ. পদ্মাবতী ঘ. কীচকবধ

১২. উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?

ক. ময়মনসিংহ গীতিকা খ. ইউসুফ জুলেখা
গ. পদ্মাবতী ঘ. লাইলী মজনু

১৩. 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা

ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর
গ. আলাওল ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

১৪. 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থের অনুবাদক কে?

ক. আলাওল খ. শাহ মুহম্মদ সগীর
গ. আবদুল হাকিম ঘ. সৈয়দ সুলতান

১৫. হিন্দি 'পদুমাবৎ' এর অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা?

ক. দৌলত উজির বাহরাম খান
খ. সৈয়দ সুলতান
গ. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
ঘ. আলাওল

১৬. 'পদ্মাবতী' কাব্যখানা মহাকবি আলাওল কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন?

ক. আরবি খ. ফারসি
গ. উর্দু ঘ. হিন্দি

১৭. মহাকবি আলাওল রচিত গ্রন্থ–

ক. পদ্মাবতী খ. লায়লী-মজনু
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. গোরক্ষবিজয়

১৮. "তাম্বুল রাতুল হইল অঁধর পরশে।" অর্থ কী?

ক. ঠোঁটের পরশে পান লাল হয়

খ. পানের পরশে ঠোঁট লাল হয়

গ. অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল

ঘ. অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল

১৯. 'কাশিমের লড়াই' গ্রন্থটির রচয়িতা–

ক. নাসির মাহমুদ খ. সৈয়দ সুলতান

গ. আলাওল ঘ. শেরবাজ

২০. 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থ কার রচনা?

ক. দৌলত কাজী খ. কবি মরদন

গ. কোরেশী মাগন ঠাকুর ঘ. আলাওল

২১. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যে কী কারণে খ্যাতিমান?

ক. শাসনকর্তা হিসেবে

খ. বাংলা ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য

গ. অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য

ঘ. সালতানাৎ প্রতিষ্ঠার জন্য

২২. নিচের কোন জন মধ্যযুগের কবি নন?

ক. কায়কোবাদ খ. আলাওল

গ. মাগন ঠাকুর ঘ. জ্ঞানদাস

২৩. 'রসুলবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?

ক. আবদুল হাকিম খ. শেখ চাঁদ

গ. মীর মুহম্মদ শফী ঘ. মুহম্মদ আকিল

২৪. বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম কী?

ক. মনসামঙ্গল খ. মনসাবিজয়

গ. চাঁদ সওদাগরের কাহিনি ঘ. মনসা প্রশস্তি

২৫. ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী' এর রচয়িতা কে?

ক. ফেরদৌসি খ. গালিব

গ. আবুল ফজল ঘ. কেউ নয়

২৬. বাংলা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে?

ক. আকবরনামা খ. আলমগীরনামা

গ. আইন-ই-আকবরী ঘ. তুজুক-ই-আকবর

২৭. আরাকান রাজসভার সাহিত্যিক ছিলেন–

ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. সৈয়দ হামজা

গ. কবি জয়দেব ঘ. আলাওল

২৮. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?

ক. আরাকান রাজসভা

খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা

গ. রাজা গণেশের রাজসভা

ঘ. লক্ষণ সেনের রাজসভা

২৯. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক এর প্রভাব অপরিসীম?

ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. শ্রীকৃষ্ণ

গ. আদিনাথ ঘ. মনোহর দাশ

৩০. চৈতন্যদেব ছিলেন–

ক. বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক খ. পদাবলির রচয়িতা

গ. ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্তক ঘ. সঙ্গীতজ্ঞ

৩১. মধ্যযুগের কবি নন কে?

ক. জয়নন্দী খ. বড়ু চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দদাস ঘ. জ্ঞানদাস

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	গ	৯	ক	১০	খ
১১	গ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ
২১	গ	২২	ক	২৩	ক	২৪	খ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ক																		

Class Exam

০১. 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?

ক. সঞ্চয় খ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর
গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. কাশীরাম দাস

০২. "তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।" অর্থ কী?

ক. ঠোঁটের পরশে পান লাল হলো
খ. অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম হলো
গ. পানের পরশে ঠোঁট লাল হলো
ঘ. অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল

০৩. আলাওলের তোহফা' কোন ধরনের কাব্য?

ক. আত্মজীবনী খ. প্রণয়কাব্য
গ. নীতিকাব্য ঘ. জঙ্গনামা

০৪. হিন্দী 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' রচনা করেন-

ক. বাহরাম খান
খ. সৈয়দ সুলতান
গ. আলাওল
ঘ. মাগন ঠাকুর

০৫. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি কে?

ক. শাহ মুহম্মদ সগীর
খ. বাহরাম খান
গ. শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ
ঘ. কাজী দৌলত

০৬. শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনি কাব্য কে রচনা করেন?

ক. বৃন্দাবন দাস খ. লোচন দাস
গ. জয়ানন্দ ঘ. পরাগল খাঁ

০৭. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কী?

ক. বিদ্যাপতি খ. মুকুন্দরাম
গ. দ্বিজ বংশীদাস ঘ. দ্বিজ চণ্ডীদাস

০৮. 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. শাহ মুহাম্মদ সগীর
খ. মীর মোহাম্মদ সফী
গ. দৌলত কাজী
ঘ. আলাওল

০৯. 'ইউসুফ জুলেখা' কি জাতীয় রচনা?

ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ. রম্যরচনা

১০. বাংলা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কি কি?

ক. প্রবচন, ছড়া ও ধাঁধা
খ. গান ও গীতিকা
গ. পুঁথি সাহিত্য ও গাঁথা
ঘ. কোনোটিই নয়

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।